

## তীব্র শৈত্য প্রবাহে বোরো ধানের বীজতলা রক্ষার্থে কৃষক ভাইদের করণীয় :

তীব্র শৈত্য প্রবাহের কারণে বোরো ধানের চারা হলুদাভ হয়ে ক্রমশ মারা যায়। এছাড়াও শীতের প্রকোপে চারা পোড়া বা চারা ঝলসানো রোগের জন্য চারা মারা যেতে পারে। বৃহত্তর রংপুর ও দিনাজপুর অঞ্চলে শীতের স্থায়ীত্ব ও তীব্রতা দেশের অন্যান্য এলাকার তুলনায় বেশী। ফলশ্রুতিতে শৈত্য প্রবাহ শুরু হলে কৃষকভাইদের বীজতলা রক্ষায় বাড়তি কিছু যত্ন নেয়া দরকার।

১. ঠান্ডা থেকে ধানের বীজতলা রক্ষা করার জন্য সকাল ১০টা থেকে সূর্য ডোবা পর্যন্ত স্বচ্ছ পলিথিন ছাউনি দিয়ে বীজতলা ঢেকে রাখতে হবে যাতে বীজতলার তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়।
২. তীব্র শীতের সময় গভীর নলকূপের পানি গরম থাকায় বীজতলায় সন্ধ্যার সময় চারার গোড়ায় ৩-৫ সেঞ্চিমিঃ পানি দিয়ে বীজতলায় চারা ডুবিয়ে রাখতে হবে এবং পরে সকালে সেই পানি বের করে নতুন পানি দিতে হবে, এতে চারা মরে যাওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে।
৩. বীজতলায় শীতের সকালে দুইপাশে দড়ি ধরে বীজতলার চারার উপর দিয়ে হালকা ধরে টেনে পাতার শিশির সরিয়ে দিলে সূর্যের আলো পাতায় সরাসরি পড়ায় চারা কিছুটা সতেজ থাকে।
৪. রোপনের জন্য কমপক্ষে ৩৫-৪৫ দিনের চারা ব্যবহার করতে হবে। এ বয়সের চারা রোপনের করলে শীতে চারার মৃত্যুর হার কমে, চারা সতেজ থাকে ও ফলন বেশী হয়।
৫. বীজতলার চারা গাছ হলুদে হয়ে গেলে প্রতি বর্গমিটারে ৭ গ্রাম করে ইউরিয়া সার প্রয়োগ করলেই চলে। ইউরিয়া প্রয়োগের পর চারা সবুজ না হলে প্রতি বর্গমিটারে ১০ গ্রাম করে জিপসাম সার উপরি প্রয়োগ করতে হবে।
৬. চারা রোপনকালে শৈত্য প্রবাহ শুরু হলে কয়েকদিন দেবী করে তাপমাত্রা স্বাভাবিক হলে চারা রোপন করতে হবে।
৭. রোপনের পর শৈত্য প্রবাহ শুরু হলে জমি ৫-৭ সেঞ্চিমিঃ পানি ধরে রাখতে হবে।
৮. শীতের তীব্রতা ও চারার বয়স বিবেচনা সমন্বিত ব্যবস্থাপনা অনুশীলন করলে সুস্থ ও রোগমুক্ত চারা উৎপাদনের মাধ্যমে ভাল ফলন পাওয়া সম্ভব।
৯. চারা পোড়া বা চারা ঝলসানো রোগ দমনে রোগের প্রাথমিক অবস্থায় প্রতিলিটার পানিতে ২ মিলিলিটার অ্যাজোঅক্সিট্রোইবিন বা পাইরাক্লোথ্রোইবিন জাতীয় ছত্রাকনাশক মিশিয়ে বীজতলায় দুপুরের পর স্প্রে করতে হবে।
১০. বীজ বপনের ৩-৪ দিন পর থেকে নালায় সেচ দিতে হবে এবং বীজতলার মাটি নরম রাখতে হবে।
১১. ইউরিয়া প্রয়োগের পর চারা সবুজ না হলে বীজতলায় মাত্রানুযায়ী সালফার জাতীয় ছত্রাকনাশক (থিওডিট, কুমুলাস ইত্যাদি) প্রয়োগ করতে হবে।
১২. রোগ দমনের জন্য অধিক শীত ও কুয়াশায় বীজতলায় মাত্রানুযায়ী টিল্ট বা স্কোর ব্যবহার করতে হবে।
১৩. বীজতলায় প্রতিশতকে ৪০০ গ্রাম জিপসাম, ১৫০ গ্রাম এমওপি এবং ২০০গ্রাম টিএসপি সার উপরি প্রয়োগ করতে হবে। এতে চারার শীত সহিষ্ণুতা বৃদ্ধি পায়। আবর্জনা পোড়া ছাই এবং পঁচা গোবর সার একত্রে মিশিয়ে শিশির শুকানোর পর বীজতলায় উপরিপ্রয়োগ করতে হবে।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর